

ববিস্বৎসপ্তমী ব্রত

ববিস্বৎসপ্তমী ব্রত সময় বা কাল

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তথিতি সূর্যের পূজা আর অর্ঘ্য দ্যি়ে ববিস্বৎসপ্তমী ব্রত আরম্ভ করা হয়। এই ব্রত সধবাদরে করণীয়।

ববিস্বৎসপ্তমী ব্রতরে দ্রব্য ও বধিান

জবা কংিবা অন্য কোন লাল ফুল, দূর্বা এবং লাল চন্দন আতপ, চাল, ফল ও মষ্টিটান্ন। ববিস্বৎসপ্তমী ব্রত পালন করতে হলে প্রতিদিন সকালে স্নান করে খোলা বা এলো চুলে সথিতি সদির দ্যি়ে ও কপালে সদিররে টপি ও আলতা পরে তনি বার হাত জোড করে সূর্যকে অর্ঘ্য দ্যি়ে প্রণাম মন্ত্র পড়ে প্রণাম করতে হবে।

ববিস্বৎসপ্তমী ব্রতকথা

এক দেশে একজন খুব গরবি ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী ছিল। ব্রাহ্মণ সারাদনি ভিক্ষে করে যা পতে তাই ন্যি়ে সন্ধ্যবেলো বাড়ি ফরিত। তারা তাই রান্না করে রাত্তরি খেতে এবং সকালরে জন্য কছি পান্তা ভাত রেখে দতি।

পান্তা খ্যে়ে সকালে ব্রাহ্মণ আবার ভিক্ষা় বরেত। ব্রাহ্মণী সব সময় চোখরে জল ফলেতো আর ভগবানকে ডেকে ডেকে বলত, “ভগবান! আমাদরে দুঃখ কি আর বুঝবে না?”

পবন কুমার নামে সেই দেশরে রাজা একটি ছলে ছলি তার নাম পবন কুমার। সে কুষ্ঠ রোগে ভুগছিল। এই কারণে রাজার মনে কোন শান্তি ছিল না। নানান দেশরে নানান রকম চকিৎসকরে ব্যি়রে রাজা ছলে চকিৎসা করালনে,

কন্তি কড়ে কবর কুমারকে সার্যি়ে দতিে পারল না। পবন কুমাররে সঙ্গে ব্যি়ে হয়ছিল মন্ত্রীর ম্যে়ে কনক মালার। স্বামীর এই রোগ কড়ে সারাতে পারল না

দখে কনক মালা সব সময় খুব কান্নাকাটি করত।

রাজপুরীর ভেতরে একটা বাগানে সূর্য মন্দির ছিল, কনক মালা রোজই সেখানে গিয়ে পূজো দিত। একদিন সকালে উপোস করে স্নান করার পর সে সূর্য মন্দিরে গিয়ে ধর্না দিয়ে খুব কাতর ভাবে সূর্যদেবকে ডাকতে লাগলো।

কছুক্ষণ পরে কনক মালা সেই মন্দিরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখল যে, লাল কাপড় পরা একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে এসে বলছে, “আমি স্বয়ং সূর্য দেব!”

তুই আমাকে খুব কাতর করে ডাকছিস বলে আমিতির সামনে এলাম। তোর মনে কি আছে আমি জানি। আমি যা বলি মন দিয়ে সেই মত কাজ করসি, তাহলেই তোর স্বামীর রোগ সরে যাবে। কয়েক জন্ম আগে তোর স্বামী এক ব্রাহ্মণের চাকর ছিল, কিন্তু সে ছিল খুব রাগী।

এক দিন সামান্য কথা কাটা কাটির পর সে ব্রাহ্মণকে একটা লাথি মেরেছিল। সেই ব্রাহ্মণ আমাকে খুব ভক্তিকরত। সে আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল, “সূর্যদেব, একে সাত জন্মের কুষ্ঠ রোগ দাও।

তারপর থেকে সজন্ম পর পর তোর স্বামী কুষ্ঠ রোগে ভুগছে। তুই আমার কথা মতো কাজ কর তাহলেই তোর স্বামীর রোগ সরে যাবে।”

কনক মালা বলল, “বলুন প্রভু, আমাকে কি করতে হবে? “সূর্যদেব তখন বলল, “রাজপুরীর রাজ দক্ষিণ দিকে প্রায় চার কোষ দূরে একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে খুব গরীব এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বাস করে।

সেই ব্রাহ্মণকে দিয়ে আমার পূজো ও অর্ঘ্য দান করিয়ে তোকে তাদের চরণামৃত খেতে হবে এবং তাদের অনেকে ধন দৌলত দিতে হবে।” এই সময় কনক মালার ঘুম ভঙে গেলে, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

কনক মালা তাড়াতাড়ি রাজপুরীতে ফিরে এসে সব কথা রাজা ও রানীকে জানালো। এরপরই কাল বলিম্ব না করে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে রাজ বাড়তি আনানো হলো।

পবন কুমার ও কনক মালা, সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর পা ধোয়া জল পান করে তাদের কাছে ক্ষমা চাইলো। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রথম কছুই বুঝতে পারেনি, পরে সূর্যদেবের দয়ায় তারা সবই জানতে পারল।

সূর্য দবেৰে দযাতে পবন কুমাৰেৰে কুষ্টি ব্যাধি সম্পূৰ্ণ সৰেৰে গলে। ৰাজা ব্ৰাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণীকে অনেক ধন দটোলত দলিনে। পবন কুমাৰেৰে ৰোগ সাৱাৰ জন্ম ৰাজাৰ আদেশে ৰাজ্যৰে ৰাজধানীতে লগেৰে গলে আনন্দ উৎসব।

তাৰপৰা একদিন আষাঢ় মাসে শুক্লা সপ্তমী তথিতি খুব জাক জমকৰে সঙ্গে সূৰ্য মন্দৰিৰে পবন কুমাৰ ও কনক মালা সেই ব্ৰাহ্মণকে নযিৰে ববিস্বৎ সপ্তমৰি ব্ৰত কৰলো।

ববিস্বৎসপ্তমী ব্ৰতৰে ফল

এই ব্ৰত যি পালন কৰে সে ৰোগ, শোক আৰ বপিদৰে হাত থকে নসিতাৰ পায., মা লক্ষ্মী তাৰ বাড়তি অচলা হয়. অবস্থান কৰনে।

